দৈনিক সংবাদ

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
04

23 NOV 1988
পৃষ্ঠা ... 1 ... 5

84

তদন্ত হয়েছে, কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হয়নি

অননুমোদিত বই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের কিনতে বাধ্য করা হচ্ছে

।। শওকত মাহমুদ ।।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম বহির্ভূত বই বিক্রি বা পড়ানো নিষিদ্ধ। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির একটি গ্রুপ এসব বইয়ের ব্যবসা চুটিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের এসব বই কিনতে ও পড়তে বাধ্য করা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তরের কর্মকর্তারা ব্যাপারটি ভালভাবেই জানেন। তদন্তও হয়েছে। কিন্তু এসব বন্ধের কার্যকরী উদ্যোগ আজ পর্যন্ত নেয়া হয়নি।

পরিদপ্তরের একটি সূত্র জানান, দেশের সর্বত্র এই মর্মে একাধিকবার জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, প্রতি নতুন শিক্ষাবর্ষের শুরুতে কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি আর্থিক মুনাফার আশায় শিক্ষাক্রম বহির্ভূত এবং অননুমোদিত বই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের পড়তে বাধ্য করে। এসব বইয়ের মধ্যে রয়েছে ধারাপাত, ভূগোল,

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

অননুমোদিত বই

(১ম পাতার পর)

রচনা, পরিবেশ পরিচিতি, ছড়া, ইংরেজী, বাংলা, আদর্শলিপি, অংকন ইত্যাদি। কোন কোন শিক্ষকও তাদের সাথে হাত মিলিয়ে বিদ্যালয়ের পুস্তক তালিকায় এসব বইয়ের নাম অন্তর্ভুক্ত করেন। বয়স ও সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের জন্য যেসব বই প্রয়োজন, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড সেগুলো প্রণয়ন করে শিক্ষকদের কাছে পাঠায়। তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্য বইয়ের প্রতিপাঠের শেষে ব্যাকরণ, রচনা ইত্যাদি অনুশীলনী যোগ করা আছে। সুতরাং পৃথক কোন বাংলা বা ইংরেজী ব্যাকরণ, রচনা বইয়ের প্রয়োজন নেই। প্রথম শ্রেণীর গণিত এমনভাবে লিখিত যে, এর জন্যে আলাদা ধারাপাতের দরকার হয় না। অন্যান্য বিষয়েও তাই। বইগুলো বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়।

কিন্তু সর্বত্র 'বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত সহায়ক পাঠ্য পুস্তকের তালিকা' শীর্ষক প্রচারপত্র দেখা যায়। সমিতি কর্তৃক নিযুক্ত পরিবেশকও আছে। প্রকাশিত বইগুলো সমিতির (বিপিটিএ) লেখা 'প্রাইমারী টেষ্ট পেপার, ১৯৮৮', প্রথম শ্রেণীর জন্য 'ধর্ম: ছড়া ও ছবিতে আরবী শিক্ষা' 'সমাজ: ছবিতে পরিবেশ পরিচিতি', দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য 'সোনার বাংলার সমাজ ও পরিবেশ', 'বাংলা হাতের লেখা', তৃতীয় শ্রেণীর জন্য 'রূপালী ফাংশনাল ইংলিশ', নিউ ফাংশনাল ইংলিশ', তৃতীয় শ্রেণীর জন্য 'সোনার বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা', জ্ঞানের আলো', চতুর্থ শ্রেণীর জন্য 'সহজ বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা', পঞ্চম শ্রেণীর জন্য 'নিউ ফাংশনাল ইংলিশ' ইত্যাদি। সমিতির একটি সূত্র জানান, সামনের বছর বই প্রকাশের কাজ চলছে।

চট্টগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম বহির্ভূত বই বিক্রি ও পড়ানো সম্পর্কে সরকারী একটি তদন্ত সংস্থা অনুসন্ধান চালিয়ে বেশ কিছুদিন আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে রিপোর্ট পেশ করেছে। এতে বলা হয়েছে যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় বইপত্র বিনামূল্যে বিতরণের সরকারী নির্দেশ অমান্য করে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বিক্রি ছাড়াও তাদের কাছ থেকে ভর্তি ফি, পরীক্ষা ফি আদায় করা হচ্ছে। বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত বই সহায়ক বই হিসেবে জোর করে ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর চাপিয়ে দেয়া ও কিনতে বাধ্য করা হচ্ছে। চট্টগ্রামের কয়েকটি বেসরকারী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক এমনকি সরকারী স্কুলেও বেআইনী ভাবে টেক্সট বুক বোর্ড বহির্ভূত বিভিন্ন লেখক ও প্রকাশকের বইও বাধ্যতামূলকভাবে পড়ানো হচ্ছে। যেসব ছাত্র-ছাত্রী বোর্ড বহির্ভূত বই কিনতে সক্ষম নয় তাদের শ্রেণীকক্ষ থেকে বের করে দেয়ার ঘটনা ছাড়াও শারীরিক নির্যাতন করা হচ্ছে। এসবের দরুন সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য সাধনে বিঘ্ন ঘটছে। এসব বই বিভিন্ন পরিবেশক/লাইব্রেরীর মাধ্যমে বিক্রি করা হচ্ছে এবং মুনাফাসহ বিক্রয়লব্ধ টাকা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে লাভবান হচ্ছে। এর সাথে স্থানীয় সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তা ও শিক্ষকবৃন্দ জড়িত রয়েছেন এবং প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির একটি গ্রুপের নেতার ব্যক্তিগত প্রভাবের ফলে বোর্ড ও শিক্ষা পরিদপ্তরের কর্মকর্তারা উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে পারছেন না।

গুরুত্বপূর্ণ এই রিপোর্টটি টেবিল থেকে টেবিলে ঘুরে কি আকার ধারণ করেছে, তা জানা না গেলেও কোন পদক্ষেপ যে নেয়া হয়নি এখনও তা নিশ্চিত।

গত মে মাসে 'দেশের প্রাথমিক শিক্ষকগণের জন্য একটি সুসংবাদ' শীর্ষক প্রচারপত্রে সমিতির নেতাকে 'লৌহমানব' উল্লেখপূর্বক বলা হয়, তিনি শুধু একজন সংগ্রামী নেতাই নন, একজন সুলেখক ও সুপণ্ডিতও বটে! কিন্তু বিগত ২০ বছর যাবৎ তার মেধা ও প্রতিভা এককভাবে তিনি উৎসর্গ করেছেন সমিতি ও শিক্ষকদের কল্যাণে। কাজেই আজ প্রাথমিক শিক্ষকগণের ওপরও কিছু দায়িত্ব বর্তেছে। তিনি কারো কাছে কখনই কোন আর্থিক সুবিধা বা সাহায্য কামনা করেন নি বা ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতেও করবেন না। কিন্তু দেশের ৪০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কার্যরত দু'লাখ শিক্ষকের কি তার জন্য কিছুই করণীয় নেই? তার লেখা ও সম্পাদিত শিক্ষামূলক ৮টি বই আছে। প্রত্যেক স্কুলে লাইব্রেরীর জন্য এক সেট এবং তুলনামূলকভাবে সচ্ছল অবস্থার একজন শিক্ষক এক সেট বই অতি সহজেই কিনতে পারেন এবং এই ভাবেই আপনারা তাকে মানসিক তৃপ্তি দান করতে পারেন। এসব বইয়ের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার পঠন-পাঠন সম্পর্কে দু'টি বই আছে। প্রচারপত্রের সাথে মনিঅর্ডার ফরমও পাঠানো হয়। এসব বইয়ের বিক্রি কিন্তু ঢের হয়েছে।